সংবাদ

তারিখ ...17.1.83...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3 ...

সমন্বিত কোর্স চালু ॥ '৮৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার নতুন পাঠক্রম নির্ধারণ

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী কারিগরি ভিত্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্যে বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক বিষয় করে সরকার চলতি মাস থেকে নবম শ্রেণীর সমন্বিত কোর্স চালু করেছেন। খবর বাসস'র।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল জানায়, ১৯৮৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্যে নতুন পাঠক্রম ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এই পরীক্ষায় মোট নম্বরের মধ্যে থাকবে—বিজ্ঞান ২০০, বাংলা ২০০, ইংরেজি ২০০, গণিত ১০০, ইতিহাস ৭৫, ভূগোল ৫০ এবং অর্থনীতি ৭৫।

৭টি ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে একটির জন্য ১০০ নম্বর এবং অতিরিক্ত বিকল্প বিষয়ের জন্য আরো ১০০ নম্বর রাখা হয়েছে।

ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে মোট বার্ষিক স্কুল-দিবসের সংখ্যা নির্ধারণ করা হচ্ছে। সরকার চলতি বছরে থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল পাঠ্য বই এবং তৃতীয় শ্রেণীর শতকরা ৫০ ভাগ বই বিনামূল্যে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সকল পাঠ্য বই এবং ৪র্থ শ্রেণীর শতকরা ৫০ ভাগ বই বিনামূল্যে দেয়া হবে।

১৯৮৫ সালে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররা সকল পাঠ্যবই এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররা শতকরা ৫০ ভাগ বই সরকারী ব্যয়ে পাবে।

১৯৮৬ সালে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রকে রাষ্ট্রীয় খরচে পাঠ্যবই দেয়া হবে বলে মন্ত্রণালয় জানায়।

মন্ত্রণালয় জানায়, প্রকাশক সমিতি কর্তৃক সারাদেশে নিয়োজিত পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে চলতি বছর ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যবই প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নবম শ্রেণীর মোট ১৩টি বইর মধ্যে ৫টি ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। বাঁদবাকি ৫টি দ্রুত ছাপা হচ্ছে, এগুলো এ বছর ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময় পাওয়া যাবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত

সরকার দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান গতকাল রোববার ঢাকায় একথা জানান।

মন্ত্রী গতকাল সন্ধ্যায় ঝিলগাও হাই স্কুলে আয়োজিত আলতাফ মাহমুদ স্মৃতি পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে সঙ্গীত ও চারুকলাকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শহীদ আলতাফ মাহমুদের

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন : সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশে গণ-সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি অমূল্য অবদান রেখেছেন। মন্ত্রী বলেন, শহীদ আলতাফ মাহমুদ দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

শহীদ আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী মিসেস সারা মাহমুদের সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে চিত্র পরিচালক খান আতাউর রহমানও বক্তৃতা করেন। সংগীত ও চলচ্চিত্রে তার অবদানের জন্যে খান আতাউর রহমানকে ১৯৮২ সালের স্মৃতি পদক দেয়া হয়। খবর বাসস পরিবেশিত।